

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

246374 - যবে ব্যক্তনিজিরে পতি ও ফুফুদরে সাথে কথা বলে না, নামায পড়ুে না এবং আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তনিজির পতির আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়া, মহলাদরে সাথে অবধৈ সম্পর্ক রাখা, পরবিাররে প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করা এবং প্রতিবিাররে তার মাকে তালাক দেয়ার কারণে পতির সাথে কথা বলে না এবং কখনও জিজ্ঞাসে করবে না। তার ফুফুরা তার মায়রে সাথে খারাপ আচরণ করেছে বধিয় কখনও তাদেরকে দেখতে যাবে না; কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে সালাম দবিবে। কিছু সমস্যা ঘটায় কর্মস্থলে তার সহকর্মীদরে সাথে কথা বলে না। যদিও সে তার বিরুদ্ধে কোন হিংসা বা ক্রোধ ধারণ করে না। সে নামায পড়ুে না। কেননা সে সবসময় বলে যবে, আল্লাহ তার নামায কবুল করবনে না। কারণ সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজদি পড়তে পারে না এবং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনকারী। সে আরও কিছু মানুষরে সাথে কথা বলে না; কারণ তারা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে এবং সে কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবে না। এমন ব্যক্তনিজির হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যবে ব্যক্তনিজির নামারকম দুশ্চিন্তায় জর্জরতি, প্রশস্ত দুনিয়াও যার জন্য সংকীর্ণ, যার বন্ধু-বান্ধব ও আশপাশরে মানুষরে সাথে তার সম্পর্ক খারাপ; তার কর্তব্য হচ্চে— আল্লাহর কাছে ধরণা দেওয়া এবং নিজিরে আত্ম-পর্যালোচনা করা। নিজিরে ভুল-ত্রুটি ও অন্যায়গুলোর সমালোচনা করা। নিজিরে কসুর ও অবাধ্যতার জন্য নিজিকে দায়ী করা। আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং আমলকে সুন্দর করা।

দুই:

তার উপর আবশ্যিক— পতির প্রতি ইহসান করা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। পতি যবে গুনাহই করুক না কেনে পতিকে ত্যাগ করা নাজায়বে। কেননা পতিমাতার অধিকার অনকে বড়। তাদের এ অধিকার তারা গুনাতে লিপ্ত হলেও কথিবা উপর্যুপরি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

গুনাহ করতে থাকলেও রহতি হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা পতিমাতার সাথে সতৌহার্দ্যপূর্ণ সাহচর্য দায়ের নরিদশে দয়িচ্ছেনে; এমন কপি পতিমাতা যদি তাদরে সন্তানকে আল্লাহর সাথে শরিক করার নরিদশে দয়ে ও চাপ প্রয়োগ করতে থাকে তবুও। আল্লাহ তাআলা বলনে: "কনিতু তারা (পতিমাতা) যদি এমন চেষ্টা করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোনে কছিকে শরীক কর, যে বযিয়ে তমোর কোনে জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদরে আনুগত্য করবে না; তবে দুনিয়াতে তাদরেকে সতৌহার্দ্যরে সাথে সঙ্গ দবে।"[সূরা লুকমান; আয়াত: ১৫]

আরও জানতে দেখুন: 174800।

তনি:

পরবারিকি সমস্যা ও সংকট তরী হলে সটোর দাবী এ নয় যে, সম্পর্কছদে করা ও শত্রুতা পোষণ করা। একজন মুসলমানরে জন্যে নজিরে আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতিদরে সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, সালাম দেওয়া ও ভালবাসা পোষণ করা অধিক যুক্তযুক্ত, তাকওয়ার নকিটবর্তী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নযিদিধ সম্পর্কছদে থেকে অধিক দূরবর্তী। এমনকি নজিরে আত্মীয়-স্বজন যদি তাঁর উপর অন্যায় করে তবুও। কারণ ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অধিক প্রয়ি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা অপছন্দ করেনে সটোকে বাদ দয়িে তাঁরা যা পছন্দ করেনে সটোকে গ্রহণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি আছে যে, "এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কছি আত্মীয় আছে আমি তাদরে সাথে সম্পর্ক রেখে চলি; কনিতু তারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আমি তাদরে প্রতিসদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদরেকে সহ্য করি; তারা আমার সাথে মূর্খরে মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তুমি যমেনটা উল্লেখ করেছে যদি তুমি তমেন হও তাহলে তুমি যনে তাদরে মুখে গরম ছাই ছুড়ে দছি। তুমি যদি এর উপর অটল থাক তাহলে তাদরে বিরুদ্ধে তমোর সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী থাকবে।"[সহহি মুসলমি (২৫৫৮)]

চার:

অনুরূপভাবে কর্মস্থলরে সহকর্মী: এমন কোনে চাকুরী নেই যাতে কোনে সমস্যা নেই বা মতবরিোধ নেই। যদি কটে অনেকে বযিয়ে এড়িয়ে না যায়, ধরৈয় না ধরে, মানুষকে ক্ষমা করে না দয়ে এবং মানুষরে দেওয়া কষ্টগুলো হজম করতে না পারে তাহলে চাকুরী করতে যাওয়াটা তার মানসিক অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও কষ্টরে উৎস হবে।

যদি কটে ধরৈয় ধরে, অনেকে বযিয়ে এড়িয়ে যায় ও ক্ষমা করে দয়ে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এর সওয়াব পাবে, তার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সহকর্মীরা তাকে ভালবাসবে এবং তারা তার ভাল ব্যবহার ও সচ্চরিত্রের স্বীকৃতি দিবে। এভাবে সে তাদের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ও সৎ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে, মানুষের সাথে বেশি বেশি বিরোধে জড়ানো, তাদের অন্যায় আচরণের কথা মনে রাখা, তাদের থেকে দূরে থাকার আগ্রহ পোষণ করা এবং তাদের দুর্ব্যবহারগুলো ক্ষমা করে না দেওয়া— এভাবে সমস্যাগুলোকে জহিয়ে রাখার মধ্যমে মুসলমানেরে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ নাই। এভাবে তার জীবন ধারা সুষ্ঠুভাবে চলবে না। তার দ্বীনদারিও শুদ্ধ হবে না এবং দুনিয়াও সুখময় হবে না।

পাঁচ:

এ সমস্যাগুলোর চয়ে বড় সমস্যা হল নামায ত্যাগ করা এবং আল্লাহর প্রতিমন্দ ধারণা পোষণ করা। এ দুটো গুনাহ গোটো দ্বীনদারিকে ধ্বংস করে দেয়, সকল বরকত নষ্ট করে দেয় এবং সকল অনিষ্ট নিয়ে আসে। নামায পড়া একবোরো ছেড়ে দেওয়া— কুফরিও মুসলিমি মল্লিলাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং সকল সংকট, বিপদাপদ ও দুঃখের কারণ।

আল্লাহর প্রতিমন্দ ধারণা করা মহা কবরি গুনাহ; যমেনটি ইতিপূর্বে [174619](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলব: এই ব্যক্তির উচিত এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আত্ম-পর্যালোচনা করা। এর মধ্যে যগুলোতে তার ভুল ধরা পড়বে সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং যা কিছু নষ্ট করছে সেগুলোকে ঠিকি করে নেয়া। নিজেরে পতি, ফুফু ও সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— নিয়মতি নামায আদায় করা। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা যেনে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন, তাকে সংশোধন করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতেরে যাবতীয় কল্যাণেরে তাওফিকি দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।